আল্লাহ্ হাফিজের দেশে

আকাশ মালিক

উনিশ শো নব্বুই থেকে দুই হাজার ছয়, পুরো ১৬টি বছর, মনের মানসপটে ছবি এঁকে, টেলিভিশনের পর্দায় দেখে, পত্রিকার পাতায় পড়ে, আর লোক মুখে শুনে শুনে অনেক সপ্ন দেখেছি, হাজারো কল্পনার জাল বুনেছি জন্মভূমি বাংলাদেশ নিয়ে। বড় ভাইয়ের ঘনঘন টেলিফোন আসতে থাকলো- 'তোর পয়সা থাকবে কিন্তু আমি আর বেশী দিন বাঁচবোনা, বউ-বাচ্চা নিয়ে ক'দিনের জন্যে চলে আয় আমাকে শেষ দেখা দেখে যা'। মেজো ভাবী, আমাদের প্রতি তাঁর মনের অকৃত্রীম ভালবাসা এই বলে প্রকাশ করলেন-' কারুণও ধন নিয়ে মাটির নীচে যায় নাই, সাদ্দাদের বেহেশ্‌তও থাকে নাই, ফেরাউনের বাদশাহীও টিকে নাই। ছেলেমেয়েগুলো কত বড় হলো কেমন হলো আমাদের বুঝি আর দেখার ভাগ্য হবেনা'। আসলে আমি যে পয়সা লোভী নই, পয়সাটাই যে বাড়ি না আসার মুল কারণ নয়, তা তাঁদের কাউকে বুঝানো সম্ভব হলোনা। সিদ্ধান্ত নিলাম ২০০৬ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী মহান শহীদ দিবস বাংলাদেশে পালন করবো। চার মেয়ে আর এক ছেলে নিয়ে আমাদের সংসার। বড় মেয়ের বয়স ১৪ আর ছোট ছেলের বয়স ৫। তাদের স্কুলে যাওয়ার আগে, স্কুল থেকে এসে, ডিনার টেবিলে, পুরো এক মাস জুড়ে আলোচনার বিষয় বস্তু হলো বাংলাদেশ। তারা দেখতে যাবে ধনে-ধান্যে পুস্পে ভরা এক অপূর্ব সুন্দর দেশ। খাল-বিল নদী-নালা, গাছ-বিছালির দেশ। অধীর প্রতীক্ষায় দিন গুনতে থাকলো, জীবনানন্দ দাসের রূপসী বাংলা তারা দেখবে। যে দেশ সকল দেশের রাণী, যে দেশের রমণীগণ নদীর মতো আর নদীও নারীর মতো কথা কয়। ছবির মতো গ্রামে তারা যাবে, যে গ্রামের মাটির তলায় রতন ছড়ানো। কবি গুরুর সোনার বাংলা, নজরুলের বাংলাদেশ। ১৬ বছরে পৃথিবী অনেক বদলেছে, বাংলাদেশও বদলাবে তা অনুমান করেছিলাম। মনের ভেতরে সংশয়, আমি চলেছি খুনী শায়েখ আব্দুর রহমান, বাংলা ভাই, একাত্তরের বিশ্বাস-ঘাতক নিজামীর দেশে, যে দেশে দিন দুপুরে প্রকাশ্যে মানুষ জবেহ করে গাছে ঝুলিয়ে রাখা হয়। বাংলাদেশ বিমানে ওঠার পর থেকেই সন্দেহ সত্যে প্রমানিত হতে থাকলো। ভদ্রমহিলা মহোদয়গণ নয়, ওয়েলকাম, স্বাগতম নয়, আচম্বীতে নারী কন্ঠে শুনতে পেলাম- আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। আল্লাহুম্মা ছাখ্‌খারা-----------বলে বাংলা অনুবাদ সহকারে প্রায় সাড়ে পাঁচ হাত লম্বা এক দোয়া। দোয়ার সাথে মক্‌কার কা-বা ঘরের ছবিও দেখানো হলো। একটু পরেই কি আজান শুনানো হবে? দোয়ার সার-সংক্ষেপ হলো- 'হে আল্লাহ্‌, বিজ্ঞান, ও আকাশে উড়ার ক্ষমতা, এ সবই তোমার দান। তুমি মারো তুমি বাঁচাও, তুমি বাঁচালে বাঁচি, মারলে মরি'। বিমান যদি এক্‌সিডেন্ট করে, মানুষ মরে, কর্তৃপক্ষকে দোষ দেয়ার উপায় নেই। নৌকা মন্ত্রীর ভাষায় বলা যাবে আল্লাহর মাল আল্লায় নিয়ে গেছে। কারণ মুসলমান বাঁচে আল্লাহ্‌র হুকুমে, মরেও আল্লাহ্‌র হুকুমে। এই ওডিও টেইপটা কার হুকুমে কেন বাজানো হয়? এ উড়োজাহাজ কি বাংলাদেশী মুসলমান ছাড়া কেউ চড়েনা? অমুসলিম কাউকেতো দেখছিনা। হয়তো বাংলাদেশ সরকার চায়না অমুসলিমদের না-পাক পদচারণায় বিমান অপবিত্র হউক। হুমায়ুন আজাদ যথার্থই বলেছিলেন- 'বেহেস্তে গেলে দেখা যাবে সেখানে শুধু বাংলাদেশী মুসলমান ছাড়া আর কেউ নেই'। একত্রিশ বছরের প্রবাস জীবনে, আশি সালে একবার, ও নব্বুই সালে একবার দেশে গিয়েছিলাম। ধর্ম নিয়ে এমন ব্যবসা এর আগে কখনো দেখিনি। গিটারে সেই লোকগীতি নেই, নেই কোন

নাটক বা ছায়াছবি। শাহ্নাজ রহমত উল্লার কণ্ঠে সেই গানটা কোথায় গেল- '*একবার যেতে দে না আমার ছোট্ট সোনার গাঁয়'।* বিমানবালাকে জিজ্ঞেস করায় বল্লেন ওসব জিনিষে নাকি মানুষের আর রুচী নেই। জামাত, জামাতুল মুজাহিদীন, হরকাতুল জেহাদীদের মিশন সাক্সেস্ফুল ! সিলেট বিমান বন্দরে নামার সময় দরজায় দাঁড়িয়ে বিমানবালা বল্লেন- 'আল্লাহ হাফিজ'। উনি নিশ্চিত বিমানে অমুসলিম কেউ থাকতে পারে না। জিজ্ঞেস করলাম- কত সাল থেকে 'আল্লাহ হাফিজ' বলা শুরু হয়েছে? যাত্রী যদি হিন্দু, বৌদ্ধ বা খৃষ্টান হয়, আপনার প্রতিউত্তরে তাদেরকেও কি 'আল্লাহ হাফিজ' বলতে হয়'? ভদ্র মহিলা নির্লিপ্ত নয়নে তাকিয়ে রইলেন কোন উত্তর দিলেন না। পাসপোর্ট কাউন্টারে লাইনে দাঁড়িয়েছি, ইউনিফর্ম পরা একজন লোক এসে বল্লেন-

- আপনার নাম আকাশ মালিক?
- জ্বী।
- পাসপোর্ট কয়টি?
- জ্বী সাতটি।
- পাসপোর্টগুলো আমার হাতে দিন।
- কেন?
- আরে দেন না। আমি আপনারই লোক।

মানুষটা বলে কি! আমার নাম জানলো কি ভাবে? আশ-পাশ চেয়ে দেখলাম পুলিশের পোশাক পরা অনেক লোক উপস্থিত আছেন। বউ পাসপোর্টগুলো হাতছাড়া করতে নিষেধ দিলেন। কানে-কানে বল্লাম- 'অসুবিধে হলে চিৎকার দেবো ঐ লোক আমাদের পাসপোর্ট নিয়ে চলে যাচ্ছে'। প্রায় পঁচিশ ত্রিশেক মানুষকে ডিঙ্গিয়ে লোকটি কাউন্টারে এসে বল্লো- 'দেন স্যার, এই পাসপোর্টগুলোতে আগে সীল মেরে দিন'। পেছন থেকে এক ভদ্রলোক হাঁক দিলেন- 'ঐ মিয়া কি শুরু করলেন? কতক্ষণ লাইনে দাঁড়িয়ে আছি, আপনি পেছন থেকে মানুষের পাসপোর্ট নিয়ে তিনবার এসেছেন'। অফিসার সাহেব আমাদের পাসপোর্টে সীল লাগাতে লাগাতে তার লোকটিকে বল্লেন- 'হেই, তুমি আর এসো না-তো'। লোকটি হেসে হেসে বল্লো- ' আচ্ছা স্যার, 'আল্লাহ হাফিজ'। আমার পাশেই চারটা পুলিশ বোকার মতো হা- করে তাকিয়ে আছে। একজন জিজ্ঞেস করলো-

- মেয়েগুলো আপনার?
- জ্বী
- ভারী সুন্দর, বাংলা জানে?

উত্তর দেয়ার আগেই পাসপোর্ট হাতে সেই লোকটি এসে বল্লেন- 'দেন, চা-নাস্তার কিছু বিলেতী পয়সা দেন'। আমি পুলিশের দিকে তাকাই। পুলিশ কিছু না-শুনা, না-বুঝার ভান করে মুখ ফেরায়ে চলে যায়। বিদ্যুত বেগে ঘন দাঁড়িওয়ালা একজন লোক এসে আমার হাত ধরে হেচকা টান দিয়ে বল্লেন-

- এখানে করছোটা কি? সবাই বাইরে অপেক্ষায় আছে, তাড়তাড়ি বেরিয়ে এসো।
- আপনাকে চিনলামনাতো।
- চেনাচেনি পরে হবে, আগে বউ-বাচ্চা নিয়ে বাড়ি যাও।
- আমাদের ল্যাগেজ?
- ওসব তোমার চিন্তা করতে হবেনা। ল্যাগেজের টাগগুলো টিকেট থেকে খোলে আমার হাতে দিয়ে যাও, ল্যাগেজ নিয়ে আমরা তোমাদের পেছনে আসছি।
- তুমি বদরুল না?

- এতক্ষনে চিনলে?
- চিনবো কি করে, হেই মোটা দাঁড়ি, লাদেন মার্কা পাঞ্জাবী। তুমিতো সৌদী আরব ছিলে।
- কাফিরের দেশে মানুষ থাকে? ওরা শুধু নামেই মুসলমান। নিজের দেশে ভালই আছি।
- ধর্মের দিক দিয়ে আমাদের দেশ আরব দেশের চেয়ে ভাল?
- অবশ্যই। শুধু আরব দেশ কেন, মুসলমান দেশ হিসেবে সারা পৃথিবীর চেয়ে ভাল।
- কি করো?
- টুকটাক তোমাদের মতো মানুষের খেদমত করি।
- ঐ লোকটা কে ছিল?
- আমাদেরই লোক। পাউন্ড ডলার কিছু দাওনি তো? ওকে আমরা আগেই দিয়ে রেখেছি। অন্যতায় পাসপোর্টে সীল লাগাতে তোমাকে দুই ঘন্টা লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে হতো।
- এটা তোমার জীবিকা?
- আরে ভাই তোমাকে কিছু দিতে হবেনা। তোমার মেঝোভাই সব বন্দোবস্থ করে রেখেছেন। তুমি যাও, বাড়িতে দেখা হবে। 'আল্লাহ হাফিজ'।

'ধন্যবাদ' আর 'খোদা হাফিজ' থেকে 'আল্লাহ হাফিজ' কবে হলো কেন হলো? নিশ্চয়ই কোন কারণ আছে। গাড়িতে উঠেই বুঝতে পারলাম, জোট সরকারের উন্নয়ন জোয়ারে দেশীয় সংস্কৃতির অনেক কিছুই উধাও হয়েছে কিন্তু এয়ারপোর্টের্র ও রাস্তার ভিখিরীগুলো উধাও হয়নি। গাড়ির জানালায় একসাথে কম করে হলেও কুড়িটা হাতের ধপাধপ শব্দ। মেঝো ভাই সিংহের মত হুংকার দিয়ে তাদেরকে তাড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করছেন। যে ভাষাকে আমরা ইংরেজীতে ষ্ট্রং লাংগুয়েজ বলি, তাও ব্যবহার করলেন। ড্রাইভার গাড়ি ছেড়ে দিয়েছে। পাশে বসা আমার বড় মেয়েটি বল্লো-' আব্বু, লুক, সি ইজ সো টাইনি'। ছোট ছেলে জিজ্ঞেস করে- 'আব্বু, এরা কি খুব গরীব মানুষ'? ৫/৬ বছরের একটি ভিখিরী মেয়ে বহুবার লাফালাফি করে গাড়ির জানালায় ঝুলে কোন রকম ময়লা লিকলিকে পাঁচটি আঙ্গুল ভেতরে ঢোকাতে সক্ষম হয়েছে। আমার বাঙ্গালী বৃটিশ সন্তানেরা এমন দৃশ্য আগে কখনো দেখেনি। এবার বাস্তবের সাথে কবির কবিতার মিল খোঁজার পালা। একটা পাউন্ড ভিক্ষুক মেয়েটির হাতে দিয়ে বল্লাম- 'তুমি তাড়াতাড়ি বলো 'আল্লাহ হাফিজ' অন্যতায় এক্ষুনি গাড়ির নীচে পড়ে মারা যাবে'।

সিলেট শহরের এমন কোন অলি গলি নেই যেখানে সাইকেল নিয়ে ঘুরে বেড়াইনি। অথচ আজ সবই যেন চেনাচেনা লাগে তবু অচেনা। একদিন আম্বরখানা-চৌহাট্টার রাউন্ড এবাউটে, আম্বার-লাইট ছাড়াই লাল-সবুজের একটি ট্রাফিক লাইট ছিল। তখন একজন লোক একটু দূরে থেকে বোতাম টিপে ট্রাফিক কনট্রোল করতো। সেই লাইটটা তো নেই, সারা সিলেট শহরেই কোন ট্রাফিক লাইট খোঁজে পেলাম না। স্বাধীনতার ৩৫ বৎসরে এই পেয়েছে সিলেটবাসী। ভাবতেও অবাক লাগে এই এলাকায়ই জন্মে ছিলেন, আব্দুস্ সামাদ আজাদ, হুমায়ুন রশিদ, জনাব কিবরিয়া, সাইফুর রহমান ও জেনারেল ওসমানী। হাসান-মার্কেটের মাথায় এসে দেখলাম, শেষ বিল্ডিংটির দেয়ালে অর্থ মন্ত্রী সাইফুর রহমান সাহেবের বিশাল এক ছবি। টাকা-মন্ত্রী দু-হাত ওপরে তোলে সিলেট উন্নয়নের জন্যে আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করছেন। বাংলাদেশ বিমান বলেছিল

'তুমি মারো তুমি বাঁচাও' আর অর্থ মন্ত্রী বলছেন ' তুমি খাওয়াইলে আমরা খাই'। মন্ত্রী যার কাছে টাকা চাইছেন তার কাছ থেকে টাকা না আসলে এয়ারপোর্ট আর রাস্তার ভিক্ষুকেরা উপোস মরলে মন্ত্রীর তো কিছু করার নেই। ভন্ডামীরও একটা সীমা আছে। কল্পনা করা যায় ইউরোপের কোন দেশের দেয়ালে অর্থ মন্ত্রীর এমন ছবি। ধর্ম নিয়ে এ কেমন ভন্ডামী?

হেঁটে বন্দর বাজার পার হতে সময় লাগে পাঁচ মিনিট, গাড়িতে লাগলো পঁচিশ মিনিট। সম্পূর্ণ শহরটাই রিক্সার দখলে। স্ত্রী-সন্তান নিয়ে ভদ্র ভাবে রাস্তায় চলা কল্পনা করাও পাপ। প্রত্যেকটা যানবাহনের আগে পিছে আজব সব নীতি বাক্য শোভা পাচ্ছে। বিশেষ করে বেবী ট্যাক্সীর পেছনে লিখা দেখলাম-' আল্লাহর দয়া/মায়ের দোয়া, এলাহী ভরসা, আল্লাহ হাফিজ, আপনার শিশুকে ইসলামী শিক্ষা দিন'। একটা ট্যাক্সীর পেছনের লিখা দেখে আতঁকে উঠলাম। 'আপনার মেয়েকে মাদ্রাসায় পাঠান'। নীচে লিখা 'সৌজন্যে- মুক্তি-যোদ্ধা সংসদ, জিন্দাবাজার সিলেট'। হাদিসে হাদিসে ছেয়ে আছে শহরের রাস্তায়, জগতের শ্রেষ্টতম দুর্গন্ধময় উন্মুক্ত নর্দমার ওপর দাঁড়িয়ে থাকা সবগুলো দেয়াল। সুরা ইয়াসিনের কোন্ আয়াত কতবার পড়লে কোন্ রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া যায় তা-ও দেয়ালে লিখা আছে। নীচে লিখা 'সৌজন্যে সিলেট সিটি করপোরেশন'। একই প্রকারের সু-সংবাদ দেখলাম ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের প্রবেশ-দ্বারের দেয়ালে ঝুলানো জনৈক পীর সাহেবের এক বিজ্ঞপ্তিতে। পৃথিবীতে এমন কোন রোগ বা সমস্যা নেই, যার সমাধান পীরের কাছে নেই। হাসপাতালের ভেতরের অবস্থা বর্ণনা করতে গেলে, কল্পনা করলে আজও বমি আসে। আওয়ামী লীগ সমর্থক বদরুদ্দীন কামরাণ সাহেবকে একটি জনসভায় বক্তৃতার বদলে রিতিমত মোল্লাদের মত 'নাহ্মাদুহু ওয়ানুসাল্লিআলা রাসুলিহিল কারিম' বলে ওয়াজ করতে দেখলাম। অথচ সেটা কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠান ছিলনা। দেশটা কি তালেবান রাষ্ট্র হয়ে গেছে? নাকি শুধু সিলেট?

গাড়ি এবার চলেছে আমার প্রীয় জন্মস্থান গ্রাম বাংলার পথে। ড্রাইভার আমাদের গ্রামের ছেলে। ক্যাসেট প্লেয়ারে লাগিয়েছে নোলকের গান-*সর্বনাশা পদ্মা নদী--।* বাহ্। আব্দুল আলীম জীবিত থাকলে নোলকের প্রতি তাঁর ঈর্ষা হতো। গ্রামের পর গ্রাম পেরিয়ে গাড়ি চলেছে কখনো উল্কা বেগে, কখনো ধীর গতিতে। মাঝে মাঝে দেখা যায় পীচঢালা পথের ওপর নিশ্চিন্তে শুয়ে আছে দু-একটি গরু-ছাগল। রাস্থার দুই পাশে সবুজ ধান-ক্ষেত। অতি পরিচিত এই পথ, এই মাঠ, এই আকাশ, বাতাসের এই সুগন্ধ। কালি বাড়ির ঐ কৃষ্ণচুড়া ফুল ঠিক এমনিই ছিল ১৬ বছর আগে একটুও বদলায়নি। এইতো সেই হিজল গাছ। মাটি শুন্য বক্রাকার শেকড়গুলো নিয়ে নদী পাড়ে কোন রকম দাঁড়িয়ে আছে শুধু আমারই অপেক্ষায়। কতকাল হয় আমি তার গোড়ায় আমার সাত রাজার ধন মারবেল লুকিয়ে রাখিনি। অভিমানে দানা-পানি ছেড়ে দিয়ে তার বুঝি এই অবস্থা হয়েছে!

বাড়ি পৌছুলাম রাত আটটায়। ইলেক্ট্রিক আছে আলো নেই। ঘরে যাওয়ার পথে অন্ধকারের মাঝে পুকুর পাড়ে দাঁড়িয়ে ছেলেমেয়েদের কাছে ঐতিহাসিক এই পুকুরটির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিলাম। পুকুর দেখতে ভোর প্রভাতে ঘুম থেকে উঠেই তারা জড়ো হলো পুকুর পাড়ে । অতিশয় নিরলস চোখে একজন জিজ্ঞেস করলো- আব্বু, এটাকে হিস্টরিকেল পন্ড বল্লেন কেন?

চলবে-